জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য

দীপ্তি ত্রিপাঠী

জীবনানন্দ ইতিহাস সচেতন। 'ঝরাপালক'-এর বিভিন্ন কবিতায় তা লক্ষ্য করা যায়।

> দূর উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূ সঙ্কটে,
> কোথা পিরামিড তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
> ... ...
> আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
> ... ...
> আমি ছিনু 'ক্রবেদু'র কোন দূর 'প্রভেন্‌স' প্রান্তরে।
> ('অস্তচাঁদে', 'ঝরা পালক')

কিন্তু 'ঝরা পালক'-এর যুগের এ ইতিহাসচেতনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র যুগের মৃত্যু-চেতনার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 'বনলতা সেন'-এ তার পুনরাবির্ভাব দেখে মনে হয় কবি মৃত্যুচেতনাকে অতিক্রম করার জন্যই ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করেছেন।

ইতিহাসচেতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এলিয়ট একদা বলেছিলেন—'a perception not only of the pastness of the past, but of its presence' এবং এ ইতিহাসচৈতন্য কাব্যকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে সমৃদ্ধ ও প্রাণবান করে : 'This historical sense which is a sense of the timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional.'[১]

আধুনিক কবিরা এ-রীতিকে অবলম্বন করেছেন, তার কারণ তাঁরা চান :

> 'to recover what has been lost
> And found and lost again and again.'[২]

জীবনানন্দ নিজে এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।[৩]

১. Eliot, "Tradition and the Individual Talent', Points of View, p. 25
২. Maxwell, The Poetry of T.S. Eliot, P. 22.
৩. জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা,' পৃ ৪০।

অন্যত্র :

'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'[১]

তিনি ইতিহাসচেতনাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন বর্তমান পৃথিবীর আত্মিক শূন্যতায় (Spiritul Barrenness) রুদ্ধশ্বাস হয়ে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে আনন্দ, প্রেম, আলো কিছু নেই, না আছে ব্যথায় নিরাময়তা, না বিক্ষোভে শান্তি, না চিন্তার নৈরাজ্যে বিশ্বাসের ধ্রুবতারা। অথচ স্বপ্নজগৎ রচনা করে তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।

বাইরের বস্তুজগৎ অন্তরের স্বপ্নজগৎকে যে মুহূর্তে ভ্রান্তি বলে প্রমাণ করে দেবে, জীবনানন্দ তা জানতেন। আর বাইরের বস্তুজগৎ যদি আমাদের কাছে নঞর্থক হয়ে যায়, তাহলে আমাদের অন্তরচেতনাও হয়ে যাবে নঞর্থক। কিন্তু বাইরের জগৎ কেবল বর্তমান যুগের মূল্যবোধেই সীমাবদ্ধ নয়। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব, সমগ্র যুগ-যুগান্ত, রয়েছে আবিষ্কৃত-অনাবিষ্কৃত সভ্যতা, উর, ব্যাবিলন, নিনেভে, মিশর, বিদিশা, উজ্জয়িনী। অতএব তিনি প্রাণদায়িনী উৎসের সন্ধানে যাত্রা করলেন, খুঁজলেন তাকে বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে—পেগান গ্রিস, কনফশিয়াসের চীন, ধর্মাশোকের ভারতবর্ষে। স্টিফেন স্পেন্ডারের ভাষায় :

'Man is forced on to another level of truth, outside society, outside contemporary history, where he rejects the idea that he is a ghost and reasserts the dream that the world is various and beautiful and new, and that it should have certitude and peace and help for pain. For this is the dream of his flesh as well as his spirit, and it finds confirmation in geography as well as history. It is the dream which affirms life, and without such an affirmation life contradicts itself, denying its own existence, and men turn in on themselves, becoming mechanic ghosts moving in a machine made society.'

অনুরূপ অবস্থায় ইয়েট্‌স খুঁজেছিলেন তাঁর Byzantium:[২]

ইতিহাসচেতনার কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বনলতা সেন'। Timeless এবং Temporal-এর সময় সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বে হয়নি। বর্তমান যুগে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। তাই তিনি প্রেমের ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। দেশকালে সীমাবদ্ধ নাটোরের বনলতা সেনের পশ্চাতে রয়েছে ভূগোলের বিস্তৃত ও ইতিহাসের বেধ (depth)। এ দুই আয়তনের যোগে একটি ক্ষুদ্র লিরিক কবিতা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে।

১. ঐ, পৃ ৩২
২. W. B. Yeats, Sailing to Byzantium' দ্রষ্টব্য।

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
... ...
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;
('বনলতা সেন', 'বনলতা সেন')

এ কবিতাটির সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র 'হেলেনের প্রতি' তুলনা করা চলে।

প্রাচীন ও বর্তমানের সেতু রচনা পো ও জীবনানন্দ উভয়ের-ই উপজীব্য। যেমন পো লিখেছেন 'Thy hyacinth heir, thy classic face', তেমনি জীবনানন্দ লিখছেন 'চুল তার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। এখানে বিদিশা এবং শ্রাবস্তী শব্দ দু'টি তিনি ব্যবহার করেছেন রোমান্টিকদের দুরযানী ধর্মের জন্য নয়, ক্ল্যাসিক চৈতন্যকে উদ্বোধিত করার জন্য। পো যে জন্য গ্রিস ও রোমের স্মৃতিকে জাগাতে লিখেছিলেন : 'To the glory that was Greece! And the grandeur that was Rome!'

'শ্রাবস্তী' 'বিদিশা কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে কোনো মন্ত্রবলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক 'Dream-heavy land' যেখানে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কল্পনা পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। ইয়েট্‌স যেমন প্রিয়ার আলিঙ্গনের মধ্যেই যুগ-যুগান্তরের কথা স্মরণ করেছিলেন, তেমনি প্রিয়ার স্মৃতিচারণার মধ্যে জীবনানন্দের চোখেও ভেসে উঠেছে হারানো-সৌন্দর্যের, হারানো-পূর্ণতার নানা চিত্র।

'হাওয়ার রাত' এবং 'নগ্ন নির্জন হাত'-এও এ প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষান্তিহীন অনুসন্ধান চলেছে দেখি :

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ:
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।
('নগ্ন নির্জন হাত', 'বনলতা সেন')

কমলা রঙের রোদ, রামধনু রঙের কাচের জানালা, রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ—মন্ত্রবলে আমাদের সামনে পেগান যুগের বর্ণোজ্জ্বল পূর্ণজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর একটি নগ্ন নির্জন হাত মানসিক ব্যাকুলতায় সমস্ত কবিতাটিকে স্পন্দিত করে তুলেছে।

প্রেমের সৌন্দর্যরূপের মতো ব্যর্থতাকেও কবি ইতিহাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, যেমন 'শ্যামলী'তে। যুগে-যুগে মানুষ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছে, প্রেমের শুল্ক দিতে 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে' গিয়েছে দুঃসাহসিক অভিযানে। হয়তো সাফল্য মেলেনি। ব্যক্তির মতো জাতিগণও তিল-তিল ঐশ্বর্য দিয়ে যে তিলোত্তমা সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তার মর্মে ক্লান্তি নেমেছে।

গ্রিক হিন্দু ফিনিশীয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?—গিয়েছে হারায়ে।
('সুরঞ্জনা', 'বনলতা সেন')

প্রতি সভ্যতা তার সংকল্প, উদ্যম একদা কালের ধর্মে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নারীর প্রেম মানুষকে যে-প্রেরণা দেয়, তার ক্ষয় নেই।

সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি :
('মিতভাষণ', ঐ)

তাই ধর্ম, সংঘ, শক্তির চেয়েও মানুষ চায় 'আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' এখানে ধর্মাশোক, মহেন্দ্র, ভূমধ্যসাগর, গ্রিক, হিন্দু, ফিনিশীয় প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে যা ব্যক্তিগত ছিল, তাকে কবি করে তুলেছেন বিশ্বের।

হাজার বছর শুধু খেলা করে এক-ই অভিজ্ঞতার কথা। শত-শত জন্মের চারপাশে-সফেন মৃত্যুর সমুদ্র। প্রেমের অভিজ্ঞতাই শুধু অনির্বাণ জেগে থাকে, আর সবই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। 'দ্বারকা' কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। 'মহাপৃথিবী'তে 'এশিরিয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য তাতে অর্থের তারতম্য হয়নি—দু'টি শব্দই ধ্বংসগ্রস্ত সভ্যতার প্রতীক। 'বিচূর্ণ থামের মত' কথাটির মধ্যে এলিয়টের Broken Columns-এর প্রতিধ্বনি শুনি।